

যোহনের দ্বিতীয় পত্র

^{১২} প্রবীণ এই আমি, যাদের সত্যিই ভালবাসি—আর শুধু আমি নয়, যারা সত্য জেনেছে, তারা সকলেও—সেই সত্যের কারণে যা আমাদের অন্তরে বসবাস করছে এবং আমাদের সঙ্গে অনন্তকাল থাকবে, সেই মনোনীতা ভদ্রজনা ও তার সন্তানদের সমীপে: ^১ পিতা ঈশ্বর ও পিতার পুত্র সেই যীশুখ্রীষ্ট থেকে অনুগ্রহ, দয়া ও শান্তি আমাদের সঙ্গে থাকুক—সত্যে ও ভালবাসায়।

^৪ আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি, কেননা দেখতে পেয়েছি, আমরা পিতা থেকে যেভাবে আজ্ঞা পেয়েছি, তোমার কয়েকজন সন্তান সেইভাবে সত্যে চলছে। ^৫ আর এখন, ভদ্রে, তোমার কাছে অনুরোধ রাখি: নতুন আজ্ঞা নয়, আদি থেকে যা পেয়েছি, সেই আজ্ঞার কথাই লিখছি—আমরা যেন পরস্পরকে ভালবাসি।

^৬ আর ভালবাসা এ: আমরা যেন তাঁর আজ্ঞাগুলি অনুসারে চলি; তোমরা আদি থেকে যেভাবে শুনে আসছ, আজ্ঞাটি এ: ভালবাসায় চল। ^৭ কেননা অনেক প্রতারক জগতে বেরিয়েছে; তারা যীশুখ্রীষ্টকে মাংসে আগত বলে স্বীকার করে না—এ-ই তো প্রতারক ও খ্রীষ্টবৈরী! ^৮ সতর্ক হও, তোমরা যা সাধন করেছ, তার ফল না হারিয়ে বরং যেন পূর্ণ পুরস্কার পাও। ^৯ যে কেউ মাত্রা অতিক্রম করে ও খ্রীষ্টের শিক্ষায় স্থিতমূল থাকে না, সে ঈশ্বরকে পায়নি; এ শিক্ষায় যে স্থিতমূল থাকে, সে পিতাকেও পেয়ে গেছে, পুত্রকেও পেয়ে গেছে। ^{১০} যদি কেউ এ শিক্ষা বহন না করে তোমাদের কাছে আসে, তোমরা তাকে ঘরে গ্রহণ করো না, তাকে স্বাগতও জানিয়ো না। ^{১১} বস্তুত, তাকে যে স্বাগত জানায়, সে তার সমস্ত দুষ্কর্মের সহভাগী হয়।

^{১২} তোমাদের কাছে অনেক কথা লেখার ছিল; কাগজে-কালিতে তা করতে চাচ্ছি না। কিন্তু আশা রাখি, তোমাদের কাছে আসব ও তোমাদের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে সব কথা বলব, যেন আমাদের আনন্দ পূর্ণ হয়।

^{১৩} তোমার মনোনীতা ভগিনীর সন্তানেরা তোমাকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।